

LAUNCHING OF NATIONAL COMMUNICATION CAMPAIGN ON ARSENIC MITIGATION

Department of Public Health Engineering and UNICEF



DHAKA, Monday, 20 December 1999



প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০১ পৌষ ১৪০৬
১৫ ডিসেম্বর

বাণী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং ইউনেস্কো যৌথভাবে আর্সেনিক দূষণমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে দেশের ৩৫টি জেলায় প্রায় ৫৫,০০০ আর্সেনিক দূষণমুক্ত নিরাপদ পানির নলকূপ এবং অন্যান্য উৎস স্থাপন করার কর্মসূচি নিয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

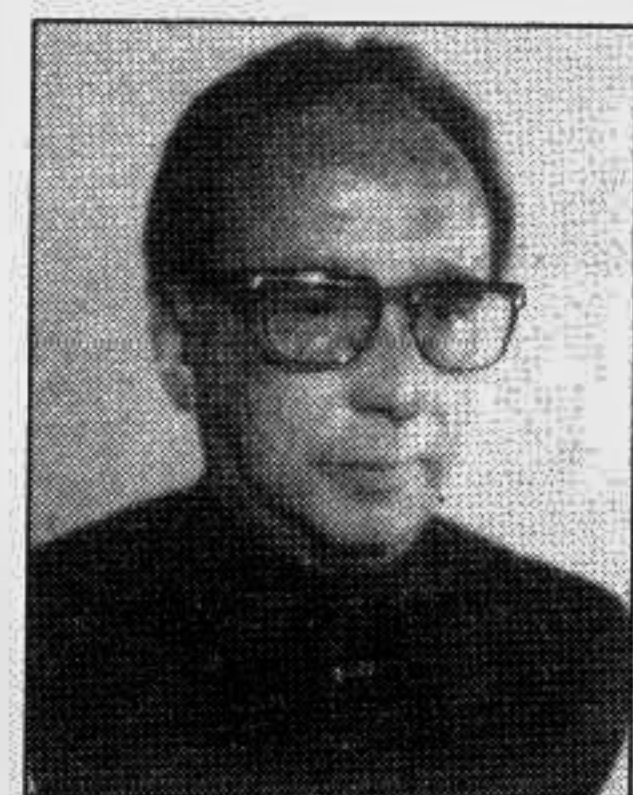
দেশের বিভিন্ন এলাকার নলকূপের পানিতে গ্রহণযোগ্য মাত্রার বেশী আর্সেনিক চিহ্নিত হয়েছে। নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণের ফলে কোন কোন এলাকায় জনসাধারণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সমীক্ষা অনুসারে দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ নলকূপের পানিই আর্সেনিক যুক্ত। আর্সেনিক দূষণ তাই আমাদের জনস্বাস্থ্যের জন্য এক মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ সমস্যা মোকাবেলায় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশন এবং পরিবারকেন্দ্রিক যোগাযোগের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। দেশের সর্বস্তরে এ ধরনের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ একান্ত জরুরি।

দেশবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা আর্সেনিক দূষণ মোকাবেলায় সফল হব ইনশাআল্লাহ। আমি এই কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

শেখ হাসিনা



মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

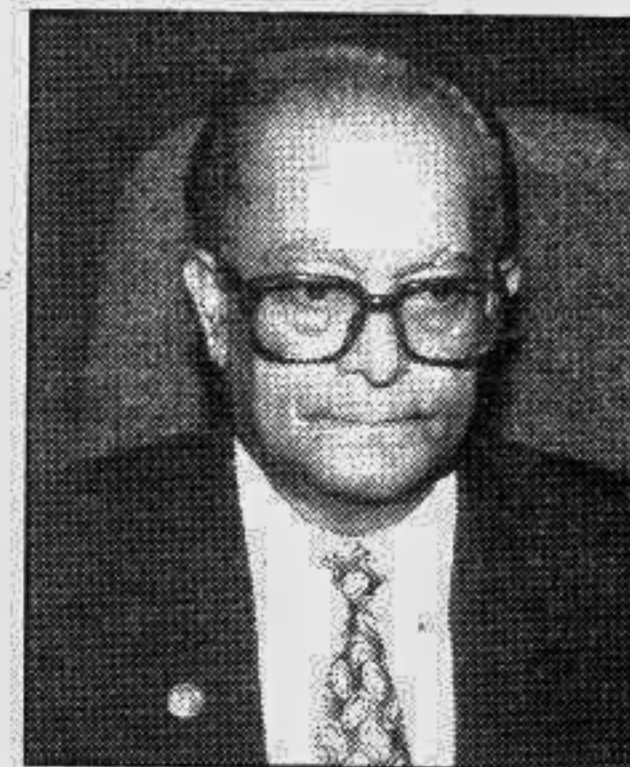
বাণী

বিত্ত খাবার পানি সুস্থতার অন্যতম পূর্বশর্ত। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর গত দু'দশক ধরে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার আর্থিক সহযোগিতায় গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের জন্য দশ লক্ষাধিক বিভিন্ন প্রকার নলকূপ স্থাপন করেছে। বর্তমানে পল্লী অঞ্চলের ৯৭ ভাগ মানুষ নলকূপের পানির আওতায় এসেছে। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ নলকূপের পানিতে মারাত্মক আর্সেনিক দূষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। খাবার পানিতে আর্সেনিক দূষণের ফলে দেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ইতোমধ্যেই দেশে ৭০০০ আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। দিন দিন এ সমস্যা প্রকটতর হচ্ছে। এ বিরাট সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাচ্ছে। দেশব্যাপী আর্সেনিক দূষণমুক্ত এলাকা ও নলকূপ চিহ্নিতকরণের কাজও ইতোমধ্যেই অনেকদূর এগিয়ে গেছে। আর্সেনিক দূষণের বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তোলা এ মুহূর্তের প্রাথমিক কাজ। এ জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ইউনেস্কোর সহায়তায় বিভিন্ন যোগাযোগ উপকরণ প্রস্তুত করেছে যা গণমাধ্যম তথ্য, বেতার, টেলিভিশন, অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। আপামী ২০শে ডিসেম্বর '৯৯ ইং তারিখে যোগাযোগ উপকরণ প্রচার কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হচ্ছে। আমি উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক

বিস্তারিত

(মোঃ জিলুর রহমান)



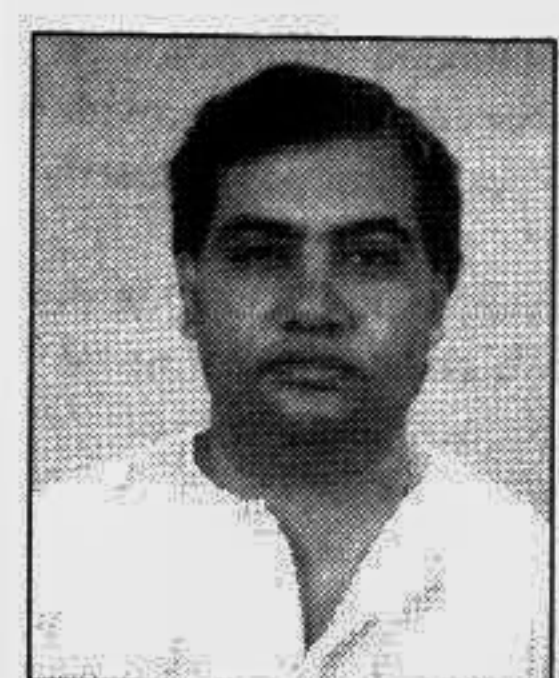
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আর্সেনিক সমস্যা বর্তমানে বাংলাদেশের একটি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ইউনেস্কোর সহায়তায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এক জরীপে দেখা গেছে বর্তমানে দেশের শতকরা ২৮ ভাগ টিউবওয়েল আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত। দেশে এ পর্যন্ত ৭০০০ আর্সেনিকোপিস রোগী চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এ সমস্যা মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন ১৬০০ ডাক্তার ও ১৫০০০ স্বাস্থ্য কর্মীদের রোগী চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান, রোগীদের অয়েটমেন্ট সরবরাহ ইত্যাদি। তবে জনগণের সচেতনতা ব্যতীত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সফল করা দুরূহ ব্যাপার। এ সমস্যা মোকাবিলায় সরকারের সম্ভাব্য সকল বিভাগ এবং বেসরকারী সংস্থা সমূহের সহযোগিতা প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ইউনেস্কোর সহায়তায় আর্সেনিকের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে একটি যোগাযোগ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যাতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সরকারী বিভাগ ও বেসরকারী সংস্থাও অংশগ্রহণ করেছে। আমি আশাবাদী সকলের সহযোগিতায় আগামী শতাব্দীতে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ সমস্যা আমরা মোকাবিলা করতে সক্ষম হব। আমি আন্তরিকভাবে এ যোগাযোগ কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

সহকারী সচিব

(সালাহউদ্দিন ইউসুফ)



উপ-মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সাম্প্রতিককালে নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণ আমাদের জনস্বাস্থ্যের জন্য এক মারাত্মক হুমকি। এর ফলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের দীর্ঘদিনের কর্মসূচি গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এক জরীপে দেখা যায় সারাদেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ নলকূপ আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত। সুখের বিষয় এই যে ইউনেস্কোর বিশেষ সহায়তায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর আর্সেনিক মিটিগেশন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহের পাশাপাশি গণ সচেতনতার কর্মসূচি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখযোগ্য যে জনগণের সচেতনতা ব্যতীত দেশব্যাপী আর্সেনিক দূষণের মোকাবিলা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তি বিশেষের মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন। আমি এই যোগাযোগ কর্মসূচির সর্বদীন সাফল্য কামনা করি এবং আপনাদের সকলকে এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাই।

সহকারী সচিব

(সাবের হোসেন চৌধুরী এম, পি)



Message

We are very pleased to see the culmination of so many partners' work in developing a comprehensive, scientifically researched and well-designed communication strategy. It can now be fully applied as an integral part of arsenic mitigation activities, and will seek the achievement of specific awareness and behavioural change objectives.

With the materials designed for the campaign, health workers, doctors, agricultural extension workers, tubewell mechanics, Union Parishad members and high school students will be among the key communicators promoting behavioural change in communities, and whose efforts will be reinforced by spots and messages shared through mass and outdoor media.

UNICEF and Government are very much concerned, together with our development partners-NGOs, the media and other civil society groups about the impact of arsenic contamination of groundwater in different parts of Bangladesh. That is why we have been supporting the Government and NGOs in a multi-pronged approach to rapidly develop solutions that work. This includes testing wells to find out which ones are safe; providing alternative safe water options such as filtration of pondwater and rainwater harvesting, strengthening the capacity of health workers to identify and manage cases of arsenic poisoning; and developing this communication strategy to ensure that people have the information they need to decide how best to get safe drinking water.

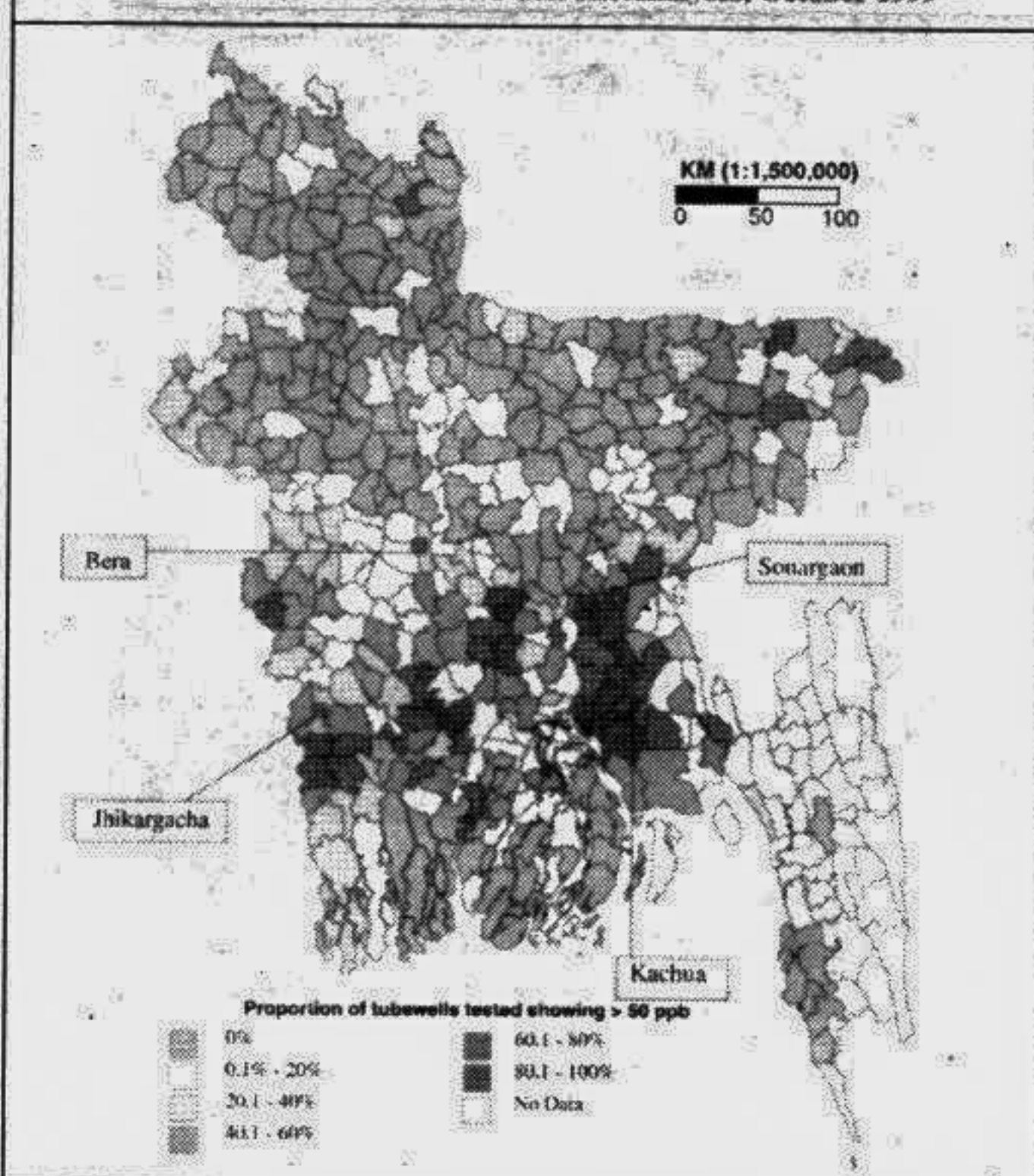
The community leaders, the general public, and the mass media have instrumental roles to play in ensuring that these efforts receive the support and resources they need, and that communities and households are mobilized to take constructive action. In the past, many innovations developed in Bangladesh, such as oral rehydration therapy and microcredit, have globally saved millions of lives and lifted millions of others out of poverty. Arsenic mitigation efforts need to be tackled with the same vigour and urgency to address this challenge in the shortest time possible. UNICEF is committed to playing its part fully in this endeavour.

Shahida Azfar

Ms. Shahida Azfar
Country Representative,
UNICEF, Bangladesh

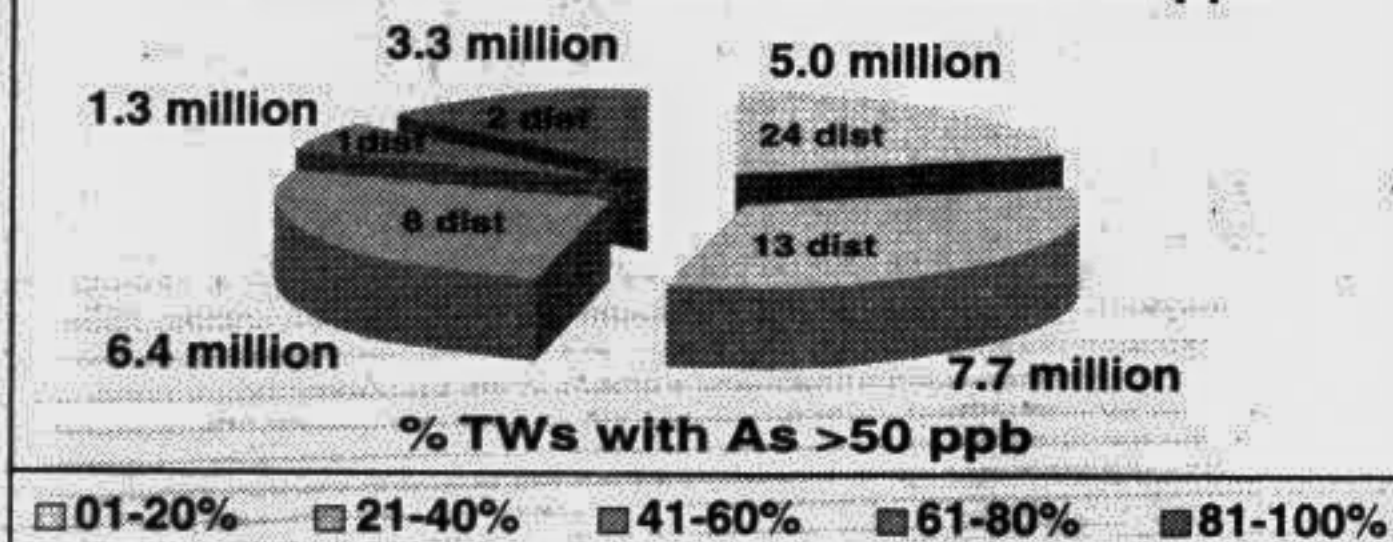
Arsenic Contamination in Bangladesh

Source : 51,000 DPHE Field Test Kit Analyses, October 1999



per billion (microgrammes per litre). Preliminary analysis of the data from the ongoing Ground Water Study by the British Geological Survey in cooperation with DPHE shows the extent of contamination to be 31%. Another survey in 500 arsenic affected

Population at Risk due to Arsenic >50 ppb



villages by the Ministry of Health and Family Welfare and Dhaka Community Hospital supported by UNDP indicates that the percentage of contamination is about two times higher. These villages were, however, purposively chosen and are expected to contain higher proportion of contaminated tubewells (the detailed information is not, however, made public yet to facilitate proper comparison). Subject to availability of further information, it

Community-Based Arsenic Mitigation: A Work in Progress

Dr. Deepak Bajracharya
Chief, Water & Environmental Sanitation
UNICEF, Bangladesh

The Community-Based Arsenic Mitigation initiative is the beginning of accelerated action to address one of the most serious concerns in Bangladesh. Supported by UNICEF, it is a partnership for action between the Department of Public Health Engineering (DPHE) and three prominent non-government organizations of the country: BRAC, Dhaka Community Hospital and Grameen Bank. The action is concentrated in 788 villages of four thanas: Bera in Pabna District (Dhaka Community Hospital), Jhikargacha in Jessore District (BRAC), Kachua in Chandpur District (Grameen Bank), and Sonargaon in Narayanganj District (BRAC). It integrates four principal elements:

- Test all tubewells, public and private, to determine the extent of arsenic contamination in the area
- Identify arsenicosis patients, provide medical counseling and nutritional advice, and monitor the efficacy of treatments;
- Use a comprehensive communication strategy to raise awareness

about harmful effects of arsenic poisoning and steps necessary to ensure safe water use;

- Demonstrate the viability of alternative options for safe water supply and build capacity for community management.

The four thanas were chosen from the east-west belt that shows the heaviest arsenic contamination. Preliminary analysis confirms that the percentage of tubewells in the thanas, with arsenic concentration above the maximum permissible level of 50 ppb (parts per billion or microgrammes per litre), is well above 50%; in Kachua thana, it is as high as 97%. Collectively, they also represent various hydro-geological regimes, in different parts of the country, which is helpful to derive useful lessons for scaling up (See Page 19)

এমন খাবার পানি চাই যে পানিতে আর্সেনিক ও রোগজীবাণু নাই

